সমকাল
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫

রাজধানীর একটি হোটেলে রোববার এলডিসি থেকে উত্তরণে চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমকাল

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

১৬ বাণিজ্য সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

- আগামী বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হলে অর্থনীতিতে সংকট বাড়বে

দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠনগুলো স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ২০২৬ সাল থেকে ছয় বছর পিছিয়ে ২০৩২ সালে নির্ধারণের দাবি করেছে। তারা এ বিষয়ে সরকারের জরুরি উদ্যোগ চেয়েছে। ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকরা মনে করছেন, দেশের অর্থনীতি এখন নানা সংকটের মধ্যে রয়েছে। বর্তমান বাস্তবতায় এলডিসি থেকে বের হলে সংকট আরও বাড়বে। বিশেষত রপ্তানি খাতে বড় আঘাত আসবে। উত্তরণের প্রস্তুতির জন্য তিন থেকে পাঁচ বছর সময় প্রয়োজন।

গতকাল রোববার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'এলডিসি থেকে উত্তরণ: সামনের করণীয় ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ, এফবিসিসিআইসহ ১৬ ব্যবসায়ী সংগঠন। এতদিন বিভিন্ন সংগঠন আলাদাভাবে এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর দাবি জানিয়ে আসছিল। গতকাল ১৬টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন একযোগে এ দাবি জানাল।

সংগঠনগুলো হচ্ছে– আইসিসিবি, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিসিআই, তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ, বস্ত্র খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিটিএমএ, ঢাকা চেম্বার, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন এফআইসিসিআই ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবি, ওষুধ শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএপিআই, বীমা উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিআইএ, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংগঠন বিএপিএলসি, চট্টগ্রাম চেম্বার, বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এবং চামড়া পণ্য রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাদের সংগঠন এলএফএমইএবি।

সংবাদ সম্মেলনে সবার পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, আইসিসিবির সহসভাপতি ও এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি এ. কে. আজাদ, আইসিসিবির সহসভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী, এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান, এমসিসিআই সহসভাপতি সিমিন রহমান, বিএবি চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার, ডিসিসিআইর

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর দাবি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সিনিয়র সহসভাপতি রাজীব এইচ চৌধুরী, এফআইসিসিআই বোর্ড সদস্য রুবাবা দৌলা, ওষুধ শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি আবদুল মুক্তাদির, ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদ আহমেদ প্রমুখ।

মাহবুবুর রহমান বলেন, ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে এলডিসি থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে। উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো এলডিসি থেকে উত্তরণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তবে সার্বিক প্রস্তুতির জন্য সময়সীমা পিছিয়ে ২০৩২ সালে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আমরা মনে করি, বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও প্রতিযোগীসক্ষম মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ২০৩২ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বেসরকারি খাত ও সরকার উভয়েই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে।'

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, এলডিসি উত্তরণ সফল ও টেকসই করতে প্রস্তুতির জন্য অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছরের বাড়তি সময় প্রয়োজন। এ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আঘাত মোকাবিলায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, আসিয়ান ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাত ও হালকা প্রকৌশল খাতে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে যাতে অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আসে। গুণগত মানসম্পন্ন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সুশাসন জোরদার ও জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে যেন অস্থির বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থাকে।

ব্যবসায়ীরা তিন থেকে পাঁচ বছর নাকি সুনির্দিষ্টভাবে ২০৩২ সাল পর্যন্ত পেছানোর দাবি করছেন– এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা চাই ২০২৯ সালে উত্তরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। পরবর্তী তিন বছর হোক রূপান্তরকালীন সময়। সব মিলিয়ে ছয় বছরের কথা বলছি আমরা।'

যেসব কারণে এলডিসি উত্তরণ পেছানোর দাবি

সংবাদ সম্মেলনে দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকট তুলে ধরে ধরা হয়। লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, খেলাপি ঋণ এবং দুর্বল সুশাসনের কারণে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সাত লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে নিট বৈদেশিক বিনিয়োগ ১৩ শতাংশ কমে ১২৭ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে যেখানে ভিয়েতনামের এফডিআই ছিল ৩৮৩ কোটি ডলার। এদিকে বাংলাদেশি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা ২০ শতাংশ শুল্ক রপ্তানিকারকদের চাপে ফেলেছে। এর সঙ্গে জ্বালানি সংকট, লজিস্টিকস দুর্বলতা এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন আমদানি খরচ ও মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। বাংলাদেশকে ব্যাপক বিদেশি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও অস্থিরতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। আগের সরকারের রেখে যাওয়া ১০৩ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণের বোঝা সামলানো আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

মাহবুবুর রহমান জানান, এলডিসি থেকে উত্তরণের সঙ্গে আসবে নতুন দায়িত্ব ও ঝুঁকি। প্রথমত, শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারাতে হবে। উত্তরণের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ বড় বড় বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হতে পারে। এর ফলে রপ্তানি ৬ থেকে ১৪ শতাংশ কমে যেতে পারে। কাঁচামালের উৎসবিধি কঠোর হবে। এর ফলে তৈরি পোশাক খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মাহবুবুর রহমান বলেন, ওষুধ শিল্পে পূর্ণ পেটেন্ট আইন কার্যকরের ফলে ক্যান্সারের ওষুধ ইমাটিনিবের দাম প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৪০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দুই থেকে তিন হাজার ডলার হতে পারে। এইচআইভি ওষুধ বছরে ১০০ থেকে ১৫০ ডলার থেকে বেড়ে ১০ থেকে ১২ হাজার ডলার হতে পারে। বায়োটেক ওষুধও কয়েক গুণ ব্যয়বহুল হয়ে যাবে।

যেসব দেশে এলডিসি উত্তরণ পিছিয়েছে

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বা বাইরে থেকে কোনো ধাক্কা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অবকাঠামোগত প্রস্তুতি না থাকায় বেশ কয়েকটি দেশে ইতোমধ্যে এলডিসি উত্তোরণ পিছিয়েছে। যেমন– মালদ্বীপ আট বছর, ভানুয়াতু ২০ বছর এবং নেপাল পাঁচ বছর সময় নিয়েছে। মিয়ানমার ও তিমুর-লেস্তে যোগ্যতা অর্জন করলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তাদের উত্তরণ স্থগিত রাখা হয়।